গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.১২৭.১৭-১১

তারিখ ঃ ২৫-০৯-১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৯-০১-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০০৬.০০.০০.০০৬.২০১৪(অংশ-১)-৬৮(৪) তারিখ ঃ ১০.০৮.১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নের ডিসেম্বর/২০১৭ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৫(পাঁচ) পাতা।

(এস. এম. তারিকুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৮১২২

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পরিচালক -১১।

নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.১২৭.১৭-১১

তারিখঃ ০৯-০৯-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
(ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

০৯-০১-১৮

(এস.এম. তারিকুল ইসলাম)
সহকারী সচিব

pm nikosh

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের ডিসেম্বর/২০১৭ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, সীমানা দেয়াল, কাউশেড, পোল্ট্রিশেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিদ্যুৎ, ভূমি উন্নয়ন কাজ, মাষ্টার ড্রেন, বাগান, কর্মকর্তাদের বাসস্থান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্নিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেলের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পে ১১টি কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবলের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবল সৃজনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে ১লা ফেব্রুয়ারি/২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান ও সীমানা দেয়ালের নির্মাণ কাজ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।কর্মকর্তাদের বাসস্থানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ভূমি উন্নয়ন,ডাক কাম পোল্ট্রিশেড, কাউ শেড,মাষ্টার ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তার নির্মাণ কাজ, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। খুবশীঘ্রই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া প্রকল্পে ফার্নিচার, কম্পিউটার এবং হোস্টেল ভবনের জন্য আসবাব পত্র ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। নীলফামারী কেন্দ্রে কাজের গড় অগ্রগতি ৯৮%। প্রকল্পে ১১টি কেন্দ্রে সর্বমোট ২১১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে নীলফামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১টি জনবলের পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনবল সৃজনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে ১লা জুলাই/২০১৭ থেকে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলা ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া, হাতিবান্ধা, ফুলছড়ি, ডিমলা, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন (২য় পর্বে) সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২০০৯-২০১০ সালে কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির (৪র্থ পর্বে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম পর্বে রংপুর বিভাগের ২টি জেলার (রংপুর ও গাইবান্ধা) ১০টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিবিএস কর্তৃক প্রণীত উপজেলাভিত্তিক Poverty Map' অনুসারে ন্যাশনাল সর্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগের সকল জেলার সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ	''নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের নেত্রকোনা অংশের স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৮%। প্যাভিলিয়ন বিল্ডিংয়ের দুই তলার স্ট্রাকচার নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। গ্যালারীর ও ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সাইড ডেভেলপমেন্ট এবং প্লাস্টারিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ উন্নয়ন (ঘাস লাগানো), মূল ফটক এবং রং করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইত্যেমধ্যে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপিতে কিছু নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে নতুন মিডিয়া সেন্টার এবং প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলা সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলা সম্প্রসারণের কাজ প্রায় ৯৬% সমাপ্ত হয়েছে এবং মিডিয়া সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৮পর্যন্ত ।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%।
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/ ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান ।
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা খুলনা ২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান ।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ০৭-১১-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান।
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্রগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্রগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান।
১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রিঃ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে ২০.২৪২.০১৪.০১.০৩২.২০১২-১০৫১; সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয়েছে ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের উপজেলাসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত " উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান।
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ০৮-১১-২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর নির্মাণ ''নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজের একটি অংশ। প্রকল্প এলাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় নতুন জমি নির্বাচন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।	কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ	''নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ '' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবন এবং গ্যালারীর কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রায় ৯৯% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্ধিত কাজের অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ২৩-০২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি এর আলোকে প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলাসম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের ৩য় তলাসম্প্রসারণের কাজ প্রায় ৯৫% সমাপ্ত হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৮পর্যন্ত ।	প্রকল্পের প্রায় ৯৯% বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণীত পিডিপিপি'র উপর গত ২০-০৩-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিডিপিপি'র পুনর্গঠনপূর্বক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ০৯-০৫-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২-০৯-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা কমিটির ৩৭তম সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে । ফিজিবিলিটি স্টাডি এর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি যাচাই-বাছাই এর জন্য ২৩-০৩-২০১৭ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রস্তাব সংস্থায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির TOR প্রণয়নের জন্য বাংলাদশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে । ইতোমধ্যে বুয়েট থেকে চূড়ান্ত TOR পাওয়া গেছে। চূড়ান্ত TOR টি প্রকল্পের PFS (Project Feasibillty Study/Surver) এরযুক্তকরে PFS চূড়ান্তকরাহয়েছে।প্রস্তাবিত PFS এরউপর পর পরবর্তী কাযর্ক্রম শুরু করা হবে।ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত স্টেডিয়াম নির্মাণের স্থানটি (পাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ) পদ্মা নদীর তীরবর্তী বিধায় উক্ত স্থানে নদীর গতি প্রকৃতির তথ্যাদি অথার্ৎ প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের মৃত্তিকার স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পটির কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উক্ত স্থানটিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ সমীচীন হবে কিনা তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাস্তবায়ন করবে ।	কার্যক্রম চলমান ।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	০৪-০৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	কার্যক্রম চলমান ।

pm nikosh

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে **"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)"** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবংনির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে।পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে দ্রুত স্টেডিয়াম নির্মাণ উপযোগী মাঠ চিহ্নিত করে বিস্তারিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য যোগযোগ করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।
১৬।	চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ	০৪-৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায় (১৩১)টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১ম পর্যায় চলমান প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মান কাজ অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে বর্তমানে প্রণয়নাধীন ২য় পর্যায় প্রকল্পে ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণেরজন্যযথাযথব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	কার্যক্রম চলমান।